ক বিভাগ- রচনামূলক প্রশ্ন : كتاب الحج (হজ্জ পর্ব)

١ .اكتب شروط وجوب الحج على ضوء المذهب الحنفي مستدلاً بما ورد في الهداية بالتفصيل.

(হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হজ ফরজ হওয়ার শর্তাবলি 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের আলোকে বিস্তারিত লিখ।)

প্রশ্ন-১: হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হজ ফরজ হওয়ার শর্তাবলি 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের আলোকে বিস্তারিত লিখ।

ভূমিকা: হজ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি রুকন। এটি শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমন্বয়। আল্লাহ তাআলা সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের ওপর জীবনে একবার হজ ফরজ করেছেন। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'কিতাবুল হজ'-এর শুরুতেই হজের গুরুত্ব এবং এর শর্তাবলি অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে (By Qiyas and Dalil) আলোচনা করা হয়েছে। হজ ফরজ হওয়ার জন্য ব্যক্তির মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা বা শর্ত থাকা অপরিহার্য।

হজ ফরজ হওয়ার শর্তাবলি (شروط وجوب الحج):

হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী হজ ফরজ হওয়ার শর্তাবলিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ১. হজ ফরজ হওয়ার শর্ত (শুরুতে উজুব)। ২. হজ আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত (শুরুতে আদা)।

নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. ইসলাম গ্রহণ (الإسلام):

হজ ফরজ হওয়ার প্রধান শর্ত হলো মুসলিম হওয়া। কাফের বা অমুসলিমের ওপর হজ ফরজ নয়। কারণ হজ একটি ইবাদত, আর কাফের ইবাদতের যোগ্য নয়।

- **হিদায়ার যুক্তি:** কাফেরকে শরিয়তের আহকাম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয় না, যতক্ষণ না সে ঈমান আনে।

২. স্বাধীন হওয়া (الحرية):

হজ ফরজ হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে। ক্রীতদাস বা গোলামের ওপর হজ ফরজ নয়।

- **আল-হিদায়ার যুক্তি:** হজ পালনের জন্য দীর্ঘ সময় এবং সম্পদের প্রয়োজন। দাস তার নিজের সময়ের মালিক নয় (সে মনিবের সেবায় ব্যস্ত) এবং তার কোনো সম্পদও নেই। **(لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الزَّمَانَ وَلَا الْمَالَ)** - "কেননা দাসের সময় এবং সম্পদ কোনোটিরই মালিকানা নেই।"

৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (البلوغ):

নাবালক শিশুর ওপর হজ ফরজ নয়। যদি শিশু অবস্থায় হজ করে, তবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। বালেগ হওয়ার পর সামর্থ্য থাকলে তাকে পুনরায় ফরজ হজ আদায় করতে হবে।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে... (তন্মধ্যে) শিশু থেকে যতক্ষণ না সে সাবালক হয়।"

৪. সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া (العقل):

পাগলের ওপর হজ ফরজ নয়। কারণ সে শরিয়তের নির্দেশ পালনের (মুকাল্লাফ) উপযুক্ত নয়। সুস্থ মস্তিষ্ক হলো ইবাদতের পূর্বশর্ত।

৫. সুস্থতা (الصحة):

হজ ফরজ হওয়ার জন্য শরীর সুস্থ থাকা শর্ত। অন্ধ, পঙ্গু, অবশ বা এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে বাহনে চড়তে অক্ষম, তাদের ওপর নিজেরা গিয়ে হজ করা ফরজ নয় (তবে সম্পদ থাকলে অন্যের মাধ্যমে বদলি হজ করানো ওয়াজিব হতে পারে)।

- **হিদায়ার ভাষ্য: (وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُقْعَدِ)** - "রোগী এবং পঙ্গু ব্যক্তির ওপর হজ ওয়াজিব নয়।"

৬. সময় হওয়া (الوقت):

হজের নির্দিষ্ট মাসসমূহে (শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ্জ) হজ ফরজ হয়। বছরের অন্য সময়ে হজ হয় না।

৭. রাস্তা নিরাপদ থাকা (أمن الطريق):

হজ ফরজ হওয়ার জন্য মক্কা পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা নিরাপদ হওয়া শর্ত। যদি রাস্তায় ডাকাত বা যুদ্ধের ভয় থাকে অথবা জান-মালের নিরাপত্তার অভাব থাকে, তবে হজ ফরজ হবে না।

- **হিদায়ার যুক্তি:** নিরাপত্তার অভাব অক্ষমতার (Unable) শামিল। আর আল্লাহ অক্ষম ব্যক্তির ওপর বোঝা চাপান না।

৮. পাথেয় ও বাহন (الزاد والراحلة):

এটি হজ ফরজ হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, যাকে কুরআনে 'ইসতি'আত' (সামর্থ্য) বলা হয়েছে।

- **পাথেয় (যাদ):** হজে যাওয়া-আসা এবং সেখানে অবস্থানের পুরো সময়ের খানা-পিনার খরচ থাকতে হবে। এই খরচ পরিবারের ভরণপোষণের অতিরিক্ত হতে হবে।
- **বাহন (রাহিলা):** মক্কায় পৌঁছানোর জন্য সওয়ারি বা বাহন (বর্তমানে বিমান/গাড়ি) ভাড়া করার সামর্থ্য থাকতে হবে।
- **কুরআনের দলিল:** **(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)** অর্থ: "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ করা তার ওপর অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আলে ইমরান: ৯৭)। 'আল-হিদায়া' মতে, এখানে 'সামর্থ্য' বা 'সাবিল' বলতে **'যাদ ও রাহিলা'** (পাথেয় ও বাহন)-কে বোঝানো হয়েছে।

৯. নারীদের জন্য মাহরাম (المحرم للمرأة):

নারীদের জন্য হজ ফরজ হওয়ার অতিরিক্ত শর্ত হলো সফরসঙ্গী হিসেবে স্বামী অথবা কোনো 'মাহরাম' পুরুষ (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) থাকা।

- **শর্ত:** মক্কা যদি ৪৮ মাইল (৩ দিনের পথ) বা তার বেশি দূরে হয়।
- **হিদায়ার দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)** অর্থ: "কোনো নারী হজ করবে না যতক্ষণ না তার সাথে মাহরাম থাকে।"

- যদি টাকা থাকে কিন্তু মাহরাম না থাকে, তবে হানাফী মতে ওই নারীর ওপর হজ আদায় করা ওয়াজিব নয় (যতক্ষণ মাহরাম না পায়)।

১০. ইদ্দত পালনরত না থাকা (عدم العدة):

কোনো নারী যদি তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে 'ইদ্দত' পালনরত অবস্থায় থাকে, তবে তার হজে যাওয়া জায়েজ নয়।

- **কারণ:** আল্লাহ তাআলা ইদ্দত পালনকারী নারীদের ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন। হজের ওয়াজিবের চেয়ে ইদ্দতের নিষেধাজ্ঞা প্রবল।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, হজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কষ্টসাধ্য ইবাদত। তাই আল্লাহ তাআলা কেবল শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবানদের ওপরই এটি ফরজ করেছেন। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ওপরের শর্তগুলো পাওয়া গেলেই কেবল হজ ফরজ হয়। এর কোনো একটির অভাব হলে (যেমন—রাস্তা অনিরাপদ হওয়া বা মাহরাম না থাকা) হজের আবশ্যকতা সাময়িকভাবে রহিত হয়ে যায়।

٢ .بين أركان الحج وواجباته وسننه مفصلة مع بيان الفرق بينها.
(হজের রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর এবং এদের পার্থক্য উল্লেখ কর।)

প্রশ্ন-২: হজের রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর এবং এদের পার্থক্য উল্লেখ কর।

ভূমিকা:

হজ একটি সমষ্টিগত ইবাদত, যাতে দৈহিক শ্রম ও অর্থের সমন্বয় ঘটে। নামাজের যেমন রুকন ও ওয়াজিব আছে, তদ্রূপ হজেরও নির্দিষ্ট রুকন (ফরজ), ওয়াজিব ও সুন্নত রয়েছে। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'র 'কিতাবুল হজ'-এ এগুলোর সূক্ষ্ম পার্থক্য ও বিধান বর্ণিত হয়েছে। হজের বিশুদ্ধতার জন্য এগুলো জানা অপরিহার্য।

প্রথম অংশ: রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নতের পার্থক্য

হজের আহকামের ক্ষেত্রে এই তিনটির বিধানগত পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. রুকন (ফরজ): হজের মূল স্তম্ভ। এর কোনো একটি ছুটে গেলে হজ বাতিল হয়ে যাবে। দম (পশু জবাই) বা অন্য কোনো কিছুর বিনিময়ে তা সংশোধন করা যায় না। পুনরায় হজ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

২. ওয়াজিব: আবশ্যকীয় আমল। কোনো ওজর ছাড়া এটি ছাড়া গুনাহের কাজ। তবে ভুলবশত ছুটে গেলে হজ বাতিল হয় না, কিন্তু ক্ষতিপূরণ হিসেবে 'দম' (একটি ছাগল/ভেড়া জবাই) দেওয়া আবশ্যক হয়।

৩. সু সুন্নত: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুকরণীয় আমল। এটি ছুটে গেলে হজ বাতিল হয় না এবং দমও দিতে হয় না, তবে হজের ফযিলত ও সওয়াব কমে যায়।

দ্বিতীয় অংশ: হজের রুকন বা ফরজসমূহ (أركان الحج)

হানাফী মাযহাব মতে হজের মূল রুকন বা ফরজ প্রধানত ২টি। তবে ইহরামকে শর্ত বা পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হলেও সাধারণ গণনায় একে ফরজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'আল-হিদায়া'র আলোকে হজের ফরজ ৩টি:

১. ইহরাম বাঁধা (الإحرام):

ইহরাম হলো হজের প্রবেশদ্বার (যেমন নামাজের জন্য তাকবীরে তাহরিমা)। নির্দিষ্ট স্থান (মিকাত) থেকে হজের নিয়তে তালবিয়া পাঠ করা এবং সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করা।

- **হিদায়ার ভাষ্য:** ইহরাম হজের শর্ত, তবে এটি রুকনের মতোই অপরিহার্য।

২. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান (الوقوف بعرفة):

৯ জিলহজ্জ সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে ১০ জিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো এক মুহূর্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটি হজের 'হজ্জে আকবর' বা মূল রুকন।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(الْحَجُّ عَرَفَةُ)** - "হজ হলো আরাফাত।"
- এই রুকনটি ছুটে গেলে হজ বাতিল হয়ে যাবে, এর কোনো কাফফারা নেই।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত (طواف الزيارة):

একে 'তাওয়াফে ইফাজা' বা হজের ফরজ তাওয়াফ বলা হয়। ১০ জিলহজ্জ থেকে ১২ জিলহজ্জের মধ্যে এটি আদায় করতে হয়।

- **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: **(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)** - "তারা যেন প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে।" (সূরা হজ: ২৯)
- হানাফী মতে, এই তাওয়াফের ৭ চক্করের মধ্যে অন্তত ৪ চক্কর দেওয়া ফরজ (রুকন)। বাকি ৩ চক্কর ওয়াজিব।

তৃতীয় অংশ: হজের ওয়াজিবসমূহ (واجبات الحج)

হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে হজের ওয়াজিব কাজগুলো নিম্নরূপ। এগুলো ছুটে গেলে 'দম' দিতে হবে:

১. মুজদালিফায় অবস্থান (الوقوف بمزدلفة):

১০ জিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মুজদালিফায় অবস্থান করা।

- **হিদায়ার যুক্তি:** আরাফাতের অবস্থান হলো ফরজ, আর মুজদালিফার অবস্থান হলো ওয়াজিব। বিনা ওজরে এটি ত্যাগ করলে দম দিতে হবে।

২. সাঈ করা (السعي بين الصفا والمروة):

সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে ৭ বার দৌড়ানো বা চক্কর দেওয়া।

- *(উল্লেখ্য: ইমাম শাফেঈ র.-এর মতে সাঈ করা রুকন বা ফরজ, কিন্তু হানাফী মতে এটি ওয়াজিব)।*

৩. পাথর নিক্ষেপ করা (رمي الجمار):

জামারাতে শয়তানের স্তম্ভে পাথর মারা। ১০ তারিখে বড় জামানায় এবং ১১ ও ১২ তারিখে তিন জামানায় পাথর মারা ওয়াজিব।

৪. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা (الحلق أو التقصير):

ইহরাম খোলার জন্য ১০ জিলহজ্জ পাথর মারার পর এবং কুরবানি করার পর মাথা ন্যাড়া করা বা চুল ছোট করা ওয়াজিব।

৫. তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ (طواف الصدر):

মক্কার বাইরের লোকদের (আফাকি) জন্য মক্কা ত্যাগের পূর্বে শেষবারের মতো কাবা ঘর তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

- **হিদায়ার ভাষ্য:** ঋতুস্রাবগ্রস্ত নারীদের জন্য এই ওয়াজিবটি মাফ।

৬. দম বা কুরবানি (for Qiran & Tamattu):

যারা হজ্জে কিরান (হজ ও ওমরা একসাথে) বা হজ্জে তামাত্তু (আগে ওমরা, পরে হজ) করবেন, তাদের জন্য শুকরিয়া স্বরূপ পশু জবাই করা ওয়াজিব। (হজ্জে ইফরাদকারীর জন্য মুস্তাহাব)।

৭. তাওয়াফ হাতিমের বাইরে দিয়ে করা:

তাওয়াফ করার সময় 'হাতিম' (কাবা ঘরের উত্তর পাশের অর্ধবৃত্তাকার দেয়াল)-এর বাইরে দিয়ে চক্কর দেওয়া। কারণ হাতিম কাবার অংশ।

চতুর্থ অংশ: হজের সুন্নতসমূহ (سنن الحج)

হজের অসংখ্য সুন্নত রয়েছে। তন্মধ্যে 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত প্রধান সুন্নতগুলো হলো:

১. তাওয়াফে কুদুম (طواف القدوم):

মক্কার বাইরের লোকদের জন্য মক্কায় প্রবেশের পর সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করা হয়, তা সুন্নাত।

২. রমল করা (الرمل):

তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে পুরুষদের বীর দর্পে হেলেদুলে দ্রুত হাঁটা।

৩. ইজতিবা করা (الاضطباع):

তাওয়াফ করার সময় ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের ওপর রাখা (যাতে ডান কাঁধ খোলা থাকে)।

৪. মিনায় অবস্থান (Mina on 8th Dhul-Hijjah):

৮ জিলহজ্জ (ইয়াওমুত তারবিয়া) জোহরের আগেই মক্কা থেকে মিনায় গিয়ে অবস্থান করা এবং সেখানে ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়া।

৫. মিনা ও মুজদালিফায় রাত যাপন:

আইয়ামে তাশরিকের (১১ ও ১২ জিলহজ্জ) রাতগুলো মিনায় কাটানো এবং ৯ তারিখ দিবাগত রাত মুজদালিফায় কাটানো সুন্নাত।

৬. ইমামের খুতবা:

হজের সময় তিনটি স্থানে ইমামের খুতবা শোনা সুন্নাত—৭ জিলহজ্জ মক্কায়, ৯ জিলহজ্জ আরাফাতে এবং ১১ জিলহজ্জ মিনায়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, হজ একটি নিখুঁত শৃঙ্খলার নাম। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের আলোকে হজের রুকনগুলো হজের অস্তিত্ব রক্ষা করে, ওয়াজিবগুলো হজের পূর্ণতা দান করে (ত্রুটি হলে দম দিয়ে শুধরানো যায়), আর সুন্নতগুলো হজের সৌন্দর্য ও ফযিলত বৃদ্ধি করে। হাজিদের উচিত এই আহকামগুলো ভালোভাবে জেনে হজ পালন করা।

٣ .ما معنى الحج؟ اكتب أنواعه مع بيان الإفراد والقران والتمتع والخلاف في تفضيلها.

(হজের অর্থ কী? ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু হজ এবং এগুলোর ফযিলত সংক্রান্ত মতভেদ আলোচনা কর।)

প্রশ্ন-৩: হজের অর্থ কী? ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু হজ এবং এগুলোর ফযিলত সংক্রান্ত মতভেদ আলোচনা কর।

ভূমিকা:

হজ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি। এটি দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের এক অনন্য সংমিশ্রণ। হজ পালনের পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে শরিয়তে হজকে তিন প্রকারে ভাগ করা হয়েছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'কিতাবুল হজ'-এ হজের সংজ্ঞা এবং কোন প্রকারের হজ সর্বোত্তম (আফজাল), তা নিয়ে ইমামদের মধ্যকার মতভেদ ও দলিলসমূহ অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অংশ: হজের অর্থ ও সংজ্ঞা (معنى الحج)

১. আভিধানিক অর্থ (المعنى اللغوي):

আরবি 'হজ' (اَلْحَجُّ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো— 'ইচ্ছা করা' বা 'সংকল্প করা' (اَلْقَصْدُ)। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো—বারবার যাতায়াত করা।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (المعنى الشرعي):

শরিয়তের পরিভাষায় বা 'আল-হিদায়া'র ভাষ্যমতে:

নির্দিষ্ট সময়ে (হজের মাসসমূহে), নির্দিষ্ট স্থানে (মক্কা ও তার আশপাশ), নির্দিষ্ট কিছু কাজ (ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ ও আরাফাতে অবস্থান) পালনের উদ্দেশ্যে গমন করাকে হজ বলা হয়।

- সংজ্ঞা: (هُوَ قَصْدُ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ)

অর্থ: "নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ নিয়মে আল্লাহ তাআলার ঘর জিয়ারতের সংকল্প করা।"

দ্বিতীয় অংশ: হজের প্রকারভেদ (أنواع الحج)

হজ পালনের পদ্ধতির ভিন্নতা অনুসারে হজ তিন প্রকার:

১. হজ্জে ইফরাদ (الإفراد)।

২. হজ্জে কিরান (القران)।

৩. হজ্জে তামাত্তু (التمتع)।

নিম্নে এগুলোর বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হলো:

১. হজ্জে ইফরাদ (الإفراد):

- **অর্থ:** 'ইফরাদ' অর্থ একক বা নিঃসঙ্গ করা।
- **পদ্ধতি:** মিকাত থেকে কেবল হজের নিয়তে ইহরাম বাঁধা। ওমরা ছাড়া শুধু হজ পালন করা। হজের কাজ শেষ করে ইহরাম খোলা।
- **কুরবানি:** মুফরিদ (ইফরাদকারী)-এর ওপর হজের শুকরিয়া স্বরূপ পশু জবাই করা (দম) ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব।

২. হজ্জে কিরান (القران):

- **অর্থ:** 'কিরান' অর্থ মিলিত করা বা যুক্ত করা।
- **পদ্ধতি:** মিকাত থেকে একই সাথে ওমরা এবং হজ—উভয়ের নিয়তে ইহরাম বাঁধা। মক্কায় পৌঁছে প্রথমে ওমরা পালন করা, কিন্তু ইহরাম না খোলা। এরপর সেই একই ইহরামে হজের কাজ সম্পন্ন করা।
- **কুরবানি:** এই হজে দীর্ঘ সময় ইহরাম অবস্থায় থাকার কষ্ট স্বীকার করায় শুকরিয়া স্বরূপ পশু জবাই করা (দম) **ওয়াজিব**।

৩. হজ্জে তামাত্তু (التمتع):

- **অর্থ:** 'তামাত্তু' অর্থ উপকৃত হওয়া বা সুবিধা ভোগ করা।
- **পদ্ধতি:** হজের মাসসমূহে মিকাত থেকে প্রথমে কেবল ওমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা। মক্কায় গিয়ে ওমরা পালন করে মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম খুলে ফেলা এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করা (ইহরামের নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হওয়া)। এরপর ৮ জিলহজ্জ আবার নতুন করে হজের জন্য ইহরাম বাঁধা এবং হজ পালন করা।

- **কুরবানি:** এক সফরে দুই ইবাদতের সুযোগ লাভের শুকরিয়া স্বরূপ পশু জবাই করা (দম) **ওয়াজিব**।

তৃতীয় অংশ: হজের ফযিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মতভেদ (الخلاف في التفضيل)

কোন প্রকারের হজ সবচেয়ে উত্তম বা আফজাল—এ নিয়ে মাযহাবের ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 'আল-হিদায়া'য় হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে জোরালো দলিল পেশ করা হয়েছে।

১. হানাফী মাযহাবের মত (Qiran is Best):

ইমাম আবু হানিফা (র.) এবং হানাফী ফকিহদের মতে, হজ্জে কিরান সবচেয়ে উত্তম। এরপর তামাত্তু, এরপর ইফরাদ।

- **ক্রম:** কিরান > তামাত্তু > ইফরাদ।

হিদায়ার দলিল ও যুক্তি:

- **ক. অধিক কষ্ট (Ziyadatul Mashaqqah):** হজ্জে কিরানে একই ইহরামে দীর্ঘ সময় থাকতে হয় এবং ওমরা ও হজ উভয়ের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হয়, যা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ)** - "তোমার কষ্টের অনুপাতেই তোমার প্রতিদান হবে।"
- **খ. দুই ইবাদতের সমাবেশ (Jam'u baynal ibadatayn):** কিরান হজে দুটি মহান ইবাদত (হজ ও ওমরা) একসাথে আদায় করা হয়।
- **গ. হাদিস:** হানাফী ওলামায়ে কেরাম দলিল দেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজে 'কিরান' হজ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "জিবরাঈল (আ.) এসে আমাকে হুকুম দিয়েছেন—আপনি ওমরা ও হজের ঘোষণা একসাথে দিন।"

২. শাফেঈ ও মালিকি মাযহাবের মত (Ifrad is Best):

ইমাম শাফেঈ (র.) ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, হজ্জে ইফরাদ সবচেয়ে উত্তম। এরপর তামাত্তু, এরপর কিরান।

তাদের যুক্তি:

- **ক. বিশুদ্ধ নিয়তঃ** ইফরাদ হজে কেবল হজের জন্যই সফর করা হয়, এতে অন্য কোনো ইবাদত বা সুবিধা (যেমন তামাত্তুতে ইহরাম খোলার সুবিধা) থাকে না।

- **খ. হাদিসের ব্যাখ্যাঃ** হযরত আয়েশা (রা.) ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবীজি (সা.) হজ্জে ইফরাদ করেছিলেন। (হানাফীরা এর জবাবে বলেন, নবীজি ইফরাদ করেছিলেন মানে তিনি কেবল হজের কাজগুলো লোকদের শিখিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে কিরানকারী ছিলেন)।

- **গ. কুরবানি প্রসঙ্গঃ** তারা বলেন, কিরান ও তামাত্তুতে ত্রুটি বা সুবিধার কারণেই কুরবানি দিতে হয় (জিবরানে নোকসান), কিন্তু ইফরাদ পূর্ণাঙ্গ বলে তাতে কুরবানি ওয়াজিব নয়। (হানাফীরা বলেন, এই কুরবানি ত্রুটির জন্য নয়, বরং শুকরিয়ার জন্য)।

৩. হাম্বলি মাযহাবের মতঃ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে, হজ্জে তামাত্তু সবচেয়ে উত্তম। কারণ এতে হাজী সাহেবরা সহজে হজ আদায় করতে পারেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের তামাত্তু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হিদায়ার সিদ্ধান্ত (তরজিহ):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার হানাফী মাযহাবের মতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন, হজ্জে কিরানই সর্বোত্তম। কারণ এতে বান্দা নিজের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে আল্লাহর হুকুম পালনে সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দেয়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, তিন প্রকার হজই জায়েজ এবং সহীহ। তবে ফযিলতের দিক থেকে হানাফী মাযহাবে 'কিরান' হজকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মুমিনের উচিত নিজের শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোনো একটি পদ্ধতি বেছে নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ পালন করা।

٤ .اذكر أحكام الإحرام مع ذكر مواقيته وسننه ومحظوراته وكفاراتها.
(ইহরামের বিধান, মীকাত, সুন্নত, নিষিদ্ধ বিষয়াবলি ও কাফফারা উল্লেখ কর।)

প্রশ্ন-৪: ইহরামের বিধান, মীকাত, সুন্নত, নিষিদ্ধ বিষয়াবলি ও কাফফারা উল্লেখ কর।

ভূমিকা:

হজ ও ওমরা পালনের প্রবেশদ্বার হলো 'ইহরাম'। নামাজের জন্য যেমন তাকবীরে তাহরিমা, হজের জন্য তেমনি ইহরাম। ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার স্বাভাবিক জীবনের হালাল অনেক কাজকে নিজের ওপর হারাম করে নেয় এবং আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'কিতাবুল হজ'-এ ইহরামের খুঁটিনাটি বিধান অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অংশ: ইহরামের পরিচয় ও বিধান (أحكام الإحرام)

১. আভিধানিক অর্থ: ইহরাম শব্দের অর্থ হলো 'হারাম করা' বা 'নিষিদ্ধ করা'।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা: হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে—হজ বা ওমরার নিয়তে তালবিয়া (লাব্বাইক...) পাঠ করাকে ইহরাম বলে।

- **শর্ত:** শুধু কাপড় পরলে ইহরাম হবে না; বরং **'নিয়ত'** এবং **'তালবিয়া'** পাঠ করা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় অংশ: ইহরামের মীকাত বা সীমানা (مواقيت الإحرام)

যে স্থান অতিক্রম করার আগেই ইহরাম বাঁধতে হয়, তাকে 'মীকাত' বলে। মীকাত দুই প্রকার:

১. মীকাতে জামানি (সময়ের সীমানা):

হজের মাসসমূহ (শাওয়াল, জিলকদ এবং জিলহজ্জের প্রথম ১০ দিন)।

২. মীকাতে মাকানি (স্থানের সীমানা):

নবীজি (সা.) বিভিন্ন দিক থেকে আসা হাজিদের জন্য ৫টি স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী এগুলো হলো:

- **জুল-হুলাইফা:** মদিনাবাসীদের জন্য।

- **জাতু ইরক:** ইরাকবাসীদের জন্য।
- **জুহফা:** শাম (সিরিয়া) ও মিসরবাসীদের জন্য।
- **ক্বারনুল মানাজিল:** নজদবাসীদের জন্য।
- **ইয়ালামলাম:** ইয়েমেনবাসীদের জন্য।

বিধান: মক্কাগামী কোনো ব্যক্তি (হজ বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হোক) ইহরাম ছাড়া এই সীমানা অতিক্রম করতে পারবে না। করলে দম (পশু জবাই) ওয়াজিব হবে।

তৃতীয় অংশ: ইহরামের সুন্নতসমূহ (سنن الإحرام)

ইহরাম বাঁধার সময় নিম্নোক্ত কাজগুলো করা সুন্নত:

১. গোসল বা ওজু করা:

ইহরামের আগে গোসল করা উত্তম।

- হিদায়ার যুক্তি: এই গোসল পবিত্রতার জন্য নয়, বরং পরিচ্ছন্নতার জন্য। তাই ঋতুস্রাবগ্রস্ত (হায়েজ) নারী এবং নিফাসওয়ালা নারীদের জন্যও গোসল করা সুন্নত।

(لِأَنَّهُ لِلتَّنْظِيفِ لَا لِلتَّطْهِيرِ)

২. নতুন বা ধৌত কাপড় পরিধান:

পুরুষরা সেলাইবিহীন দুটি সাদা চাদর পরবে—একটি লুঙ্গি হিসেবে (ইজার), অন্যটি গায়ের চাদর হিসেবে (রিদা)। নারীরা তাদের স্বাভাবিক শালীন পোশাক পরবে।

৩. সুগন্ধি ব্যবহার:

ইহরাম বাঁধার আগে শরীরে ও কাপড়ে সুগন্ধি লাগানো সুন্নত। (তবে ইহরাম বাঁধার পর আর লাগানো যাবে না)।

৪. দুই রাকাত নফল নামাজ:

মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থানে দুই রাকাত 'সালাতুল ইহরাম' পড়া। (মাকরূহ ওয়াক্তে নয়)।

৫. তালবিয়া পাঠ:

উচ্চস্বরে 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...' পাঠ করা।

চতুর্থ অংশ: ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়াবলি (محظورات الإحرام)

ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ করা হারাম বা নিষিদ্ধ, সেগুলোকে 'মাহজুরাত' বলে। এগুলো হলো:

১. স্ত্রী-সহবাস ও তার ভূমিকা: সহবাস করা বা কামভাব নিয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ/চুম্বন করা বা এ বিষয়ে আলোচনা করা (রাফাস)।

২. পাপ কাজ ও ঝগড়া: গালিগালাজ, মারামারি বা যেকোনো গুনাহের কাজ করা (ফুসুক ও জিদাল)।

৩. শিকার করা: স্থলের বন্যপ্রাণী শিকার করা বা শিকারিকে সাহায্য করা।

৪. সুগন্ধি ব্যবহার: শরীর বা কাপড়ে আতর, সেন্ট বা সুগন্ধি সাবান ব্যবহার করা।

৫. চুল ও নখ কাটা: শরীরের যেকোনো স্থানের চুল, লোম বা নখ কাটা বা উপড়ানো।

৬. সেলাই করা কাপড় (পুরুষদের জন্য): পুরুষরা জামা, পায়জামা, গেঞ্জি, টুপি বা মোজা পরতে পারবে না।

৭. মাথা ও মুখ ঢাকা: পুরুষরা মাথা ও মুখ ঢাকতে পারবে না। নারীরা মুখমণ্ডল খোলা রাখবে, তবে পরপুরুষ থেকে আড়াল করার জন্য চেহারার সাথে কাপড় না লাগিয়ে ওড়না ঝুলাতে পারবে।

৮. জুতা পরা: এমন জুতা পরা যা পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢেকে ফেলে। (তবে ফিতাওয়ালা চপ্পল পরা যাবে)।

পঞ্চম অংশ: অপরাধ ও তার কাফফারা (الجنايات وكفاراتها)

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে তাকে 'জিনায়াত' (অপরাধ) বলা হয়। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী কাফফারা তিন ধরণের হয়:

১. হজ বাতিল হওয়া (সবচেয়ে বড় শাস্তি):

যদি কেউ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করে, তবে তার হজ বাতিল হয়ে যাবে।

- **কাফফারা:** তাকে একটি উট বা গরু কুরবানি করতে হবে এবং আগামী বছর এই হজের কাজা আদায় করতে হবে।

২. দম বা পশু কুরবানি ওয়াজিব হওয়া:

নিম্নোক্ত পূর্ণাঙ্গ অপরাধের জন্য একটি ছাগল বা ভেড়া জবেহ করা ওয়াজিব:

- পূর্ণ এক দিন বা এক রাত সেলাই করা কাপড় পরলে।
- মাথার চার ভাগের এক ভাগ চুল মুণ্ডালে বা নখ কাটলে।
- শরীরের কোনো পূর্ণ অঙ্গে (যেমন—পুরো হাত বা মাথায়) সুগন্ধি লাগালে।
- আরাফাতের পরে (মাথা মুণ্ডানোর আগে) স্ত্রী-সহবাস করলে।

৩. সদকা ওয়াজিব হওয়া:

নিম্নোক্ত লঘু অপরাধের জন্য সদকাতুল ফিতর পরিমাণ (পৌনে দুই সের গম বা তার মূল্য) দান করা ওয়াজিব:

- এক দিনের কম সময় সেলাই করা কাপড় পরলে।
- শরীরের সামান্য অংশে সুগন্ধি লাগালে।
- মাথার এক-চতুর্থাংশের কম চুল কাটলে।
- উকুন মারলে বা কাপড় ধুয়ে উকুন ফেললে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইহরামের বিধানগুলো হাজিদের আত্মসংযম ও তাকওয়া শিক্ষা দেয়। 'আল-হিদায়া'র আলোকে আমরা দেখি যে, ইহরামের প্রতিটি নিষেধাজ্ঞার পেছনে আল্লাহভীতি জাগ্রত করার উদ্দেশ্য নিহিত। ইচ্ছাকৃতভাবে এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে কঠোর কাফফারা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

٥ .عرف بالعمرة وبين أحكامها وأركانها والفرق بينها وبين الحج.

(উমরার সংজ্ঞা দাও; এর বিধান, রুকনসমূহ এবং হজ ও উমরার পার্থক্য বর্ণনা কর।)

প্রশ্ন-৫: উমরার সংজ্ঞা দাও; এর বিধান, রুকনসমূহ এবং হজ ও উমরার পার্থক্য বর্ণনা কর।

ভূমিকা:

হজ এবং উমারা উভয়ই আল্লাহর ঘর জিয়ারত সংক্রান্ত ইবাদত। হজ হলো ইসলামের অন্যতম রুকন বা ফরজ, আর উমারা হলো 'হজ্জে আসগর' বা ছোট হজ। বছরের নির্দিষ্ট ৫ দিন ছাড়া যেকোনো সময় কাবা ঘর জিয়ারত করাকে উমারা বলা হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'কিতাবুল হজ'-এর শেষাংশে 'বাবুল উমরা' বা উমরা পরিচ্ছেদে এর আহকাম ও মাসআলা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অংশ: উমরার সংজ্ঞা (تعريف العمرة)

১. আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'উমরা' (الْعُمْرَةُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো— 'জিয়ারত করা' (الزيارة) বা সাক্ষাৎ করা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ—'আবাদ করা' বা দীর্ঘায়ু হওয়া।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরিয়তের পরিভাষায় বা 'আল-হিদায়া'র ভাষ্যমতে:

বছরের নির্দিষ্ট নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া অন্য যেকোনো সময় ইহরাম বেঁধে কাবা ঘর তাওয়াফ করা এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করার মাধ্যমে ইবাদত পালন করাকে উমারা বলা হয়।

আরবি সংজ্ঞা:

(هِيَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَجِّ)

অর্থ: "হজের দিনগুলো ছাড়া অন্য সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ জিয়ারত করা।"

দ্বিতীয় অংশ: উমরার হুকুম ও বিধান (حكم العمرة وأحكامها)

১. শরয়ী হুকুম:

উমরার হুকুম নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

- **ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে:** জীবনে একবার উমারা করা ফরজ।
- **হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে:** উমারা আদায় করা **'সুন্নতে মুয়াক্কাদা'** (তাকিদপূর্ণ সুন্নত)। এটি ফরজ বা ওয়াজিব নয়।
    - দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উমারা কি ওয়াজিব? তিনি বললেন:

(لَا، بَلْ أَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ)

অর্থ: "না, তবে তোমার উমারা করা তোমার জন্য উত্তম।" (তিরমিযি)।

২. উমরার সময়:

বছরের যেকোনো সময় উমারা করা জায়েজ। তবে 'আল-হিদায়া' মতে বছরে ৫ দিন উমারা করা মাকরূহে তাহরিমি। দিনগুলো হলো:

- আরাফাতের দিন (৯ জিলহজ্জ)।
- কুরবানির দিন বা ঈদুল আজহা (১০ জিলহজ্জ)।
- আইয়ামে তাশরিকের ৩ দিন (১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ্জ)।
- **যুক্তি:** কারণ এই দিনগুলো হজের আমল (আরাফাতে অবস্থান ও মিনা-মুজদালিফার কাজ) পালনের জন্য নির্দিষ্ট। তখন উমারা করলে হজের কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

তৃতীয় অংশ: উমরার রুকন ও ওয়াজিবসমূহ (أركان العمرة وواجباتها)

হানাফী ফিকহ অনুযায়ী উমরার কাজগুলোকে ফরজ (রুকন) ও ওয়াজিবে ভাগ করা হয়েছে:

ক. উমরার ফরজ বা রুকন (২টি):

১. ইহরাম বাঁধা: মীকাত থেকে বা তার পূর্ব থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা। (এটি মূলত শর্ত, তবে গুরুত্বের বিচারে ফরজের অন্তর্ভুক্ত)।

২. তাওয়াফ করা: পবিত্র কাবা ঘর ৭ বার প্রদক্ষিণ করা। এটিই উমরার মূল রুকন।

* হিদায়ার মাসআলা: ফরজ তাওয়াফের ৪ চক্কর দিলে রুকন আদায় হয়ে যাবে, তবে পূর্ণ ৭ চক্কর দেওয়া ওয়াজিব।

খ. উমরার ওয়াজিব (২টি):

১. সাঈ করা: সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে ৭ বার দৌড়ানো বা চক্কর দেওয়া। (ইমাম শাফেঈর মতে এটি রুকন, কিন্তু হানাফী মতে ওয়াজিব)।

২. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা: তাওয়াফ ও সাঈ শেষ করার পর হালাল হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডানো (হলক) বা চুল ছোট করা (তাকসির)।

চতুর্থ অংশ: হজ ও উমরার পার্থক্য (الفرق بين الحج والعمرة)

'আল-হিদায়া'র আলোকে হজ ও উমরার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো নিচে ছক আকারে এবং বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

বিষয়	হজ (الحج)	উমারা (العمرة)
১. হুকুম	সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর জীবনে একবার **ফরজ**।	হানাফী মতে **সুন্নতে মুয়াক্কাদা**।

২. সময়	হজের জন্য নির্দিষ্ট সময় (শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ্জ) এবং নির্দিষ্ট দিন (৯-১২ জিলহজ্জ) নির্ধারিত।	বছরের ৫ দিন (৯-১৩ জিলহজ্জ) ছাড়া বাকি সারা বছর যেকোনো সময় আদায় করা যায়।
৩. আরাফাতে অবস্থান	হজের মূল রুকন হলো ৯ জিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।	উমারাতে আরাফাতে অবস্থানের কোনো বিধান নেই।
৪. মুজদালিফা ও মিনা	মুজদালিফায় রাত যাপন এবং মিনায় অবস্থান ও পাথর মারা হজের ওয়াজিব।	উমারাতে মুজদালিফা বা মিনার কোনো কাজ নেই। পাথর মারার বিধানও নেই।
৫. খুতবা	হজের সময় ৩ দিন (৭, ৯ ও ১১ জিলহজ্জ) ইমামের খুতবা শোনা সুন্নাত।	উমারাতে কোনো খুতবা নেই।
৬. তাওয়াফ সংখ্যা	হজে তিনটি তাওয়াফ থাকে: কুদুম (আগমনী), যিয়ারত (ফরজ) এবং বিদা (বিদায়ী)।	উমারাতে কেবল একটি তাওয়াফ থাকে (যা রুকন)। তাওয়াফে কুদুম বা বিদা নেই।
৭. কুরবানি	কিরান ও তামাত্তু হজে কুরবানি করা ওয়াজিব।	উমারাতে কুরবানি করা ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব।
৮. ফাসিদ হওয়ার সময়	আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে হজ বাতিল বা ফাসিদ হয়।	তাওয়াফের ৪ চক্কর পূর্ণ করার আগে স্ত্রী-সহবাস করলে উমারা ফাসিদ হয়।

৯. কাজা আদায়	হজ ফাসিদ হলে পরের বছর কাজা করা এবং দম দেওয়া ফরজ।	উমারা ফাসিদ হলে নতুন করে উমারা করা এবং দম দেওয়া ওয়াজিব।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, হজ ও উমারা উভয়ই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। হজ একটি বৃহত্তর এবং কষ্টসাধ্য ইবাদত যা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয়, আর উমারা হলো সহজতর ইবাদত যা মুমিন বান্দা সারা বছর আদায় করতে পারে। 'আল-হিদায়া'র এই বিশ্লেষণ হজ ও উমরার বিধান পালনে আমাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়।

٦. ما معنى الطواف؟ اشرح أحكام الطواف وأنواعه وشروطه وسننه وآدابه.
(তাওয়াফের অর্থ কী? তাওয়াফের বিধান, প্রকারভেদ, শর্ত, সুন্নত ও আদবসমূহ ব্যাখ্যা কর।)

প্রশ্ন-৬: তাওয়াফের অর্থ কী? তাওয়াফের বিধান, প্রকারভেদ, শর্ত, সুন্নত ও আদবসমূহ ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা:

তাওয়াফ হলো হজের অন্যতম প্রধান আমল এবং আল্লাহর ঘর কাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সর্বোচ্চ মাধ্যম। এটি নামাজের মতোই একটি ইবাদত, তবে এতে কথা বলার অনুমতি আছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'কিতাবুল হজ'-এ তাওয়াফের আহকাম ও মাসআলা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অংশ: তাওয়াফের পরিচয় (تعريف الطواف)

১. আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'তাওয়াফ' (الطَّوَافُ) শব্দটি 'তাফ' (طَافَ) ধাতু থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো—কোনো কিছুর চারদিকে ঘোরা বা প্রদক্ষিণ করা।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরিয়তের পরিভাষায় বা 'আল-হিদায়া'র ভাষ্যমতে:

হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে কাবার চারদিকে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার চক্কর দেওয়া বা প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলে। প্রতিটি চক্করকে 'শাওত' (شَوْطٌ) বলা হয়।

আরবি সংজ্ঞা:

(هُوَ الدَّوَرَانُ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ)

অর্থ: "বিশেষ নিয়তের সাথে প্রাচীন গৃহের (কাবার) চারদিকে সাতবার ঘোরা।"

দ্বিতীয় অংশ: তাওয়াফের প্রকারভেদ ও বিধান (أنواع الطواف وأحكامه)

হানাফী ফিকহ অনুযায়ী তাওয়াফ প্রধানত ৭ প্রকার। প্রতিটি তাওয়াফের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন:

১. তাওয়াফে যিয়ারত (طواف الزيارة):

একে 'তাওয়াফে ইফাজা' বা 'তাওয়াফে রুকন' বলা হয়। এটি হজের ফরজ তাওয়াফ। ১০ জিলহজ্জ থেকে ১২ জিলহজ্জের মধ্যে এটি আদায় করতে হয়। এটি ছাড়া হজ আদায় হবে না।

২. তাওয়াফে কুদুম (طواف القدوم):

একে আগমনী তাওয়াফ বলা হয়। মীকাতের বাইরে থেকে আগত (আফাকি) হাজিদের জন্য মক্কায় প্রবেশের পর সর্বপ্রথম এই তাওয়াফ করা সুন্নাত।

৩. তাওয়াফে বিদা বা সদর (طواف الوداع):

একে বিদায়ী তাওয়াফ বলা হয়। হজ শেষে মক্কা ত্যাগের পূর্বে এই তাওয়াফ করা আফাকিদের জন্য ওয়াজিব। এটি ছেড়ে দিলে দম (পশু জবাই) দিতে হবে।

৪. তাওয়াফে উমরা (طواف العمرة):

উমরা পালনকারীদের জন্য এই তাওয়াফ করা ফরজ বা রুকন।

৫. তাওয়াফে নফল (طواف النفل):

যেকোনো সময় (নামাজের মাকরূহ ওয়াক্ত ছাড়া) সওয়াবের নিয়তে যে তাওয়াফ করা হয়। এটি নফল ইবাদত। বহিরাগতদের জন্য মক্কায় নফল নামাজের চেয়ে নফল তাওয়াফ উত্তম।

৬. তাওয়াফে তাহিয়্যা (طواف التحية):

মসজিদে হারামে প্রবেশের পর মসজিদের হক আদায় স্বরূপ যে তাওয়াফ করা হয়। এটি নফল বা মুস্তাহাব। অন্য যেকোনো তাওয়াফ করলেই এটি আদায় হয়ে যায়।

৭. তাওয়াফে নযর (طواف النذر):

কেউ যদি তাওয়াফের মানত করে, তবে তা আদায় করা ওয়াজিব।

তৃতীয় অংশ: তাওয়াফের শর্তাবলি (شروط الطواف)

তাওয়াফ সহীহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যা 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত হয়েছে:

১. নিয়ত করা (النية):

তাওয়াফ শুরুর আগে মনে মনে সংকল্প করা জরুরি। নিয়ত ছাড়া শুধুই ঘুরলে তাওয়াফ হবে না।

২. পবিত্রতা অর্জন (الطهارة):

শরীর ও কাপড় অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকা এবং ওজু থাকা।

- **হিদায়ার মাসআলা:** হানাফী মতে, ওজুসহ তাওয়াফ করা ওয়াজিব। যদি কেউ ওজু ছাড়া তাওয়াফ করে, তবে তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে কিন্তু সে গুনাহগার হবে এবং তাকে দম বা সদকা দিতে হবে। (শাফেঈ মতে ওজু ছাড়া তাওয়াফ বাতিল)।

৩. সতর ঢাকা (ستر العورة):

তাওয়াফের সময় নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত (পুরুষের) ঢাকা থাকতে হবে। উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা হারাম।

৪. স্থান (المكان):

তাওয়াফ অবশ্যই মসজিদে হারামের সীমানার ভেতর এবং কাবার চারপাশ দিয়ে হতে হবে।

৫. হাতিমের বাইরে দিয়ে ঘোরা:

তাওয়াফ করার সময় 'হাতিম' (কাবার উত্তর পাশের অর্ধবৃত্তাকার দেয়াল)-এর বাইরে দিয়ে ঘুরতে হবে। হাতিমের ভেতর দিয়ে গেলে ওই চক্কর বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ হাতিম কাবার অংশ।

৬. সময় (الوقت):

তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য সময় (১০ জিলহজ্জ ভোর থেকে) নির্দিষ্ট। অন্য তাওয়াফের নির্দিষ্ট সময় নেই।

চতুর্থ অংশ: তাওয়াফের সুন্নতসমূহ (سنن الطواف)

তাওয়াফ পালনের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আমল করা সুন্নত:

১. হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করা:

তাওয়াফের প্রতিটি চক্কর হাজরে আসওয়াদ বরাবর থেকে শুরু করা এবং সেখানেই শেষ করা।

২. ইস্তিলাম করা (الاستلام):

তাওয়াফ শুরুর সময় এবং প্রতি চক্করে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা বা হাত দিয়ে স্পর্শ করা। ভিড় থাকলে দূর থেকে ইশারা করে হাতে চুমু খাওয়া।

৩. ডান দিক দিয়ে ঘোরা:

কাবা ঘরকে বাম পাশে রেখে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (Anti-clockwise) ঘোরা।

৪. রমল করা (الرمل):

যে তাওয়াফের পরে সাঈ আছে (যেমন—তাওয়াফে কুদুম বা উমরার তাওয়াফ), সেই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে পুরুষদের বীর দর্পে কাঁধ হেলিয়ে দ্রুত হাঁটা। বাকি চার চক্করে স্বাভাবিক হাঁটা।

৫. ইজতিবা করা (الاضطباع):

রমলযুক্ত তাওয়াফে পুরুষদের ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের ওপর রাখা।

৬. মুয়ালাত বা ধারাবাহিকতা:

বিনা প্রয়োজনে বিরতি না দিয়ে সাতটি চক্কর পরপর সম্পন্ন করা।

৭. তাওয়াফের নামাজ:

তাওয়াফ শেষ করার পর মাকামে ইবরাহিমের পেছনে বা মসজিদের যেকোনো স্থানে দুই রাকাত 'ওয়াজিবুত তাওয়াফ' নামাজ পড়া।

পঞ্চম অংশ: তাওয়াফের আদব (آداب الطواف)

'আল-হিদায়া' ও অন্যান্য কিতাবে তাওয়াফের কিছু আদব উল্লেখ করা হয়েছে:

১. বিনয় ও নম্রতার সাথে চলা।

২. আল্লাহ তাআলার জিকির ও দোয়াতে মগ্ন থাকা।

৩. অনর্থক কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা বা মোবাইল ব্যবহার না করা।

৪. কাউকে ধাক্কা না দেওয়া বা কষ্ট না দেওয়া।

৫. ভিড় না থাকলে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা, কিন্তু মানুষকে কষ্ট দিয়ে চুম্বন করতে যাওয়া নাজায়েজ।

৬. দৃষ্টি নিচু রাখা এবং কাবার দিকে তাকিয়ে না থাকা (তবে মাঝে মাঝে দেখা জায়েজ)।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, তাওয়াফ হলো মুমিনের আবেগের বহিঃপ্রকাশ। সাতবার প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে বান্দা নিজেকে আল্লাহর নির্দেশের চারপাশে উৎসর্গ করে দেয়। 'আল-হিদায়া'র বিধান অনুযায়ী পবিত্রতা ও বিনয়ের সাথে তাওয়াফ করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার আশা রাখা যায়।

٧ .ناقش أحكام السعي بين الصفا والمروة مع بيان شروطه وسننه ومبطلاته.
(সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈর বিধান, এর শর্ত, সুন্নত ও বাতিলকারী বিষয়সমূহ আলোচনা কর।)

প্রশ্ন-৭: সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈর বিধান, এর শর্ত, সুন্নত ও বাতিলকারী বিষয়সমূহ আলোচনা কর।

ভূমিকা:

সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের (শিআ'ইরুল্লাহ) অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর স্ত্রী হযরত হাজেরা (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত এই আমলটি হজ ও উমরার অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'কিতাবুল হজ'-এ তাওয়াফের আলোচনার পরপরই সাঈর আহকাম ও মাসআলা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অংশ: সাঈর পরিচয় ও বিধান (تعريف السعي وحكمه)

১. পরিচয়:

'সাঈ' (السَّعْيُ) শব্দের অর্থ হলো—দৌড়ানো বা দ্রুত চলা। শরিয়তের পরিভাষায়—সাফা পাহাড় থেকে শুরু করে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার যাতায়াত করাকে সাঈ বলা হয়।

২. শরয়ী হুকুম (হানাফী বনাম অন্যান্য মাযহাব):

সাঈর হুকুম নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

- **অন্যান্য মাযহাব (ইমাম শাফেঈ, মালিক ও আহমদ র.):** সাঈ করা হজের **রুকন বা ফরজ**। এটি না করলে হজ বাতিল হয়ে যাবে।
- **হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে:** সাঈ করা **'ওয়াজিব'**।
    - **হিদায়ার যুক্তি:** কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে, "যে হজ বা উমারা করে, সে এই দুই পাহাড় তাওয়াফ (সাঈ) করলে 'কোনো দোষ নেই' (LAA JUNAH)।" দোষ নেই শব্দ দ্বারা মুবাহ বা বৈধতা বোঝায়, ফরজ বোঝায় না। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আমল দ্বারা এটি ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে।

- **ফলাফল:** কেউ যদি সাঈ ছেড়ে দেয়, তবে তার হজ আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু তাকে জরিমানা হিসেবে 'দম' (পশু জবাই) দিতে হবে।

দ্বিতীয় অংশ: সাঈর শর্তাবলি (شروط السعي)

সাঈ সহীহ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য 'আল-হিদায়া'য় কিছু শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে:

১. ইহরাম অবস্থায় থাকা (হজ বা উমরার):

সাঈ করার সময় হজ বা উমরার ইহরাম থাকা বা হজের আমল চলমান থাকা শর্ত।

২. তাওয়াফের পরে হওয়া (الترتيب):

সাঈ অবশ্যই কোনো তাওয়াফের পরে হতে হবে। তাওয়াফের আগে সাঈ করলে তা আদায় হবে না।

- সাধারণত উমরার ক্ষেত্রে তাওয়াফের পরপর এবং হজের ক্ষেত্রে তাওয়াফে কুদুম বা যিয়ারতের পর সাঈ করতে হয়।

৩. সাফা থেকে শুরু করা (البداءة بالصفا):

সাঈ অবশ্যই সাফা পাহাড় থেকে শুরু করে মারওয়ায় শেষ করতে হবে।

- **মাসআলা:** যদি কেউ মারওয়া থেকে শুরু করে, তবে প্রথম চক্করটি বাতিল বলে গণ্য হবে। যখন সে সাফা থেকে আবার শুরু করবে, তখন থেকে গণনা শুরু হবে।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ)** - "আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন (ইন্নাস সাফা...), আমিও তা দিয়েই শুরু করব।"

৪. সাত চক্কর পূর্ণ করা (إكمال سبعة أشواط):

সাফা থেকে মারওয়া ১ চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফা ২য় চক্কর—এভাবে ৭ চক্কর পূর্ণ করা শর্ত।

৫. নির্দিষ্ট স্থানে করা (المكان):

সাঈ অবশ্যই সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী নির্ধারিত পথে (মাস'আ) করতে হবে।

৬. পায়ে হেঁটে করা (সামর্থ্যবানদের জন্য):

হানাফী মতে, ওজর ছাড়া বাহনে চড়ে (হুইল চেয়ারে) সাঈ করা জায়েজ নেই। করলে দম দিতে হবে।

তৃতীয় অংশ: সাঈর সুন্নতসমূহ (سنن السعي)

সাঈ করার সময় নিম্নোক্ত কাজগুলো করা সুন্নাত:

১. হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করা:

তাওয়াফ শেষ করে সাঈতে যাওয়ার আগে নবম বারের মতো হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন/স্পর্শ) করা সুন্নাত।

২. সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ:

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে কিছুটা ওপরে ওঠা, যাতে কাবা ঘর দেখা যায় (বর্তমানে নিচ থেকেও দেখা যায় না, তাই নির্ধারিত সীমানা পর্যন্ত যাওয়া)।

৩. কাবার দিকে ফিরে দোয়া:

উভয় পাহাড়ে উঠে কাবার দিকে মুখ করে হাত তুলে তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও দোয়া পাঠ করা।

৪. দুই সবুজ বাতির মাঝে দৌড়ানো (الهرولة):

সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে 'বাতনে ওয়াদি' (উপত্যকার নিচু স্থান) চিহ্নিত করার জন্য বর্তমানে দুটি সবুজ বাতি লাগানো আছে। পুরুষদের জন্য এই স্থানটুকু দ্রুতলয়ে বা দৌড়ে পার হওয়া সুন্নাত। নারীরা স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবে।

- **প্রেক্ষাপট:** মা হাজেরা (আ.) এই নিচু স্থানে সন্তানের চোখের আড়াল হয়ে যেতেন বলে তিনি এখানে দৌড়ে পার হতেন।

৫. ধারাবাহিকতা (Muwalat):

বিরতি না দিয়ে পরপর সাত চক্কর সম্পন্ন করা সুন্নাত।

৬. পবিত্রতা (الطهارة):

ওজু অবস্থায় সাঈ করা সুন্নাত (শর্ত নয়)।

- **বিশেষ মাসআলা:** হায়েজ বা ঋতুস্রাবগ্রস্ত নারীরা তাওয়াফ করতে পারে না, কিন্তু তারা সাঈ করতে পারে। কারণ সাঈর স্থান মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

চতুর্থ অংশ: সাঈর বাতিলকারী বা ত্রুটিযুক্তকারী বিষয় (مبطلات ومفسدات السعي)

সাঈ একেবারে বাতিল হওয়ার চেয়ে হানাফী ফিকহে 'ত্রুটিযুক্ত' হওয়ার আলোচনা বেশি। যেসব কারণে সাঈ ত্রুটিযুক্ত হয় এবং জরিমানা আসে:

১. তাওয়াফ ছাড়া সাঈ করা:

তাওয়াফ না করে সাঈ করলে তা বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য হবে। পুনরায় তাওয়াফের পর সাঈ করতে হবে।

২. মারওয়া থেকে শুরু করা:

ভুলবশত মারওয়া থেকে শুরু করলে সেই চক্কর বাতিল হবে। সাফা থেকে আবার শুরু করতে হবে।

৩. পায়ে হাঁটার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আরোহণ করা:

কোনো ওজর ছাড়া যদি কেউ হুইল চেয়ারে বা বাহনে চড়ে সাঈ করে, তবে হানাফী মতে তার ওপর 'দম' (কুরবানি) ওয়াজিব হবে। তবে অসুস্থ হলে কোনো জরিমানা নেই।

৪. সাঈর অধিকাংশ চক্কর বাদ দেওয়া:

যদি কেউ ৪ চক্করের কম দেয়, তবে তার সাঈ আদায় হবে না। আর যদি ৪ চক্কর বা তার বেশি দেয় (যেমন ৫/৬), তবে সাঈ আদায় হয়ে যাবে কিন্তু বাকি চক্করগুলোর জন্য প্রতিটি চক্করের বিনিময়ে সদকা দিতে হবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, সাফা ও মারওয়া হলো আল্লাহর রহমত ও বান্দার চেষ্টার প্রতীক। 'আল-হিদায়া'র বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সাঈ ওয়াজিব হলেও এটি হজের পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য। মা হাজেরা (আ.)-এর ত্যাগের স্মরণে এই দৌড়াদৌড়ি মুমিনকে আল্লাহর রহমত অন্বেষণে আজীবন সচেষ্ট থাকার শিক্ষা দেয়।

٨ .قارن بين حج الصبي والعبد والمرأة من حيث الشروط والأحكام.
(শর্ত ও বিধানের দিক থেকে শিশু, দাস ও নারীর হজের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।)

প্রশ্ন-৮: শর্ত ও বিধানের দিক থেকে শিশু, দাস ও নারীর হজের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

ভূমিকা:

হজ একটি মহান ইবাদত যা পালনের জন্য দৈহিক ও আর্থিক সক্ষমতার পাশাপাশি শরয়ী যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'কিতাবুল হজ'-এ হজ ফরজ হওয়ার শর্তাবলি আলোচনার সময় শিশু (নাবালক), দাস (গোলাম) এবং নারীর হজের ভিন্ন ভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে। এদের কারো ওপর হজ ফরজ নয়, আবার কারো ওপর ফরজ হলেও বিশেষ শর্তসাপেক্ষ।

নিচে এই তিন শ্রেণির হজের তুলনামূলক আলোচনা ছক ও বিস্তারিত আকারে পেশ করা হলো:

তুলনামূলক ছক (جدول المقارنة)

তুলনার বিষয়	শিশু (নাবালক)	দাস (গোলাম)	নারী (মহিলা)
১. হজের হুকুম	হজ ফরজ নয়। (কারণ সে মুকাল্লাফ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়)।	হজ ফরজ নয়। (কারণ তার সময় ও সম্পদের মালিকানা নেই)।	সামর্থ্য থাকলে হজ **ফরজ**।
২. আদায়ের মর্যাদা	যদি হজ করে, তবে তা **নফল** হিসেবে গণ্য হবে।	যদি মনিবের অনুমতি নিয়ে হজ করে, তবে তা **নফল** হবে।	যদি হজ করে, তবে তা **ফরজ** (হজ্জাতুল ইসলাম) হিসেবে আদায় হবে।
৩. ফরজ আদায় হওয়া	সাবালক হওয়ার পর পুনরায় ফরজ হজ	স্বাধীন হওয়ার পর সামর্থ্য	একবার করলেই ফরজ আদায় হয়ে

	করতে হবে (যদি সামর্থ্য থাকে)।	থাকলে পুনরায় ফরজ হজ করতে হবে।	যাবে। পুনরায় করতে হবে না।
৪. অনুমতির শর্ত	অভিভাবকের (ওয়ালি) তত্ত্বাবধানে হজ করতে হবে।	মনিবের (আকা) অনুমতি ছাড়া হজে যাওয়া জায়েজ নেই।	স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন আছে, তবে ফরজ হজে স্বামী বাধা দিলে না মেনেও যাওয়া যাবে (মাহরাম থাকলে)।
৫. বিশেষ শর্ত	জ্ঞান হওয়া বা বুঝমান হওয়া শর্ত নয়।	বিশেষ কোনো শর্ত নেই।	সাথে স্বামী বা **মাহরাম** পুরুষ থাকা ফরজ শর্ত (যদি মক্কা ৪৮ মাইলের দূরে হয়)।
৬. ইহরামের নিয়ম	অবুঝ শিশুর পক্ষ থেকে অভিভাবক ইহরামের নিয়ত ও তালবিয়া পড়বেন।	দাস নিজেই ইহরাম বাঁধবে।	নারী নিজেই ইহরাম বাঁধবে, তবে সেলাই করা কাপড় পরতে পারবে।
৭. অপরাধের দণ্ড (কাফফারা)	ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে কোনো দম বা সদকা ওয়াজিব হয় না।	নিষিদ্ধ কাজ করলে সদকা বা রোজা রাখা ওয়াজিব হয়।	নিষিদ্ধ কাজ করলে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের মতোই দম বা সদকা ওয়াজিব হয়।

বিস্তারিত আলোচনা (المناقشة التفصيلية)

'আল-হিদায়া'র আলোকে প্রতিটি শ্রেণির বিধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

১. শিশুর হজের বিধান (أحكام حج الصبي)

- **ফরজ না হওয়ার কারণ:** হজ ফরজ হওয়ার জন্য 'আকল' (বুদ্ধি) ও 'বুলুগ' (প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া) শর্ত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে... শিশু থেকে যতক্ষণ না সে বড় হয়।"

- **হজ্জাতুল ইসলাম:** শিশু অবস্থায় হজ করলে তা সহীহ হবে এবং সওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু এটি 'ফরজ হজ' হিসেবে গণ্য হবে না।
    - **হিদায়ার যুক্তি: (لِأَنَّ النَّفْلَ لَا يَنُوبُ عَنِ الْفَرْضِ)** - "কেননা নফল ইবাদত ফরজের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।" তাই বড় হয়ে ধনী হলে তাকে আবার হজ করতে হবে।
- **ইহরাম ও আমল:** শিশু যদি 'মুমায়্যিজ' (বুঝমান) হয়, তবে সে নিজেই ইহরাম ও হজের কাজ করবে। আর যদি অবুঝ হয়, তবে তার পিতা বা অভিভাবক তার পক্ষ থেকে নিয়ত করবেন, লাব্বাইক পড়বেন এবং তাকে কোলে নিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ করাবেন।
- **অপরাধের বিধান:** শিশু ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি লাগালে বা কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকলে কোনো জরিমানা (দম) দিতে হবে না। কারণ সে শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরাধী সাব্যস্ত হয় না।

২. দাসের হজের বিধান (أحكام حج العبد)

- **ফরজ না হওয়ার কারণ:** দাসের নিজের কোনো সম্পদ নেই এবং সে তার সময়েরও মালিক নয় (সে মনিবের সেবায় নিয়োজিত)। অথচ হজের জন্য সম্পদ ও সময় উভয়টি প্রয়োজন।
    - **হিদায়ার ভাষ্য: (لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ)** - "কারণ সে মালিক নয়।"
- **মনিবের অনুমতি:** মনিবের অনুমতি ছাড়া দাস হজে গেলে তার ইহরাম সহীহ হবে, কিন্তু সে গুনাহগার হবে (মনিবের হক নষ্ট করার কারণে)।
- **ফরজ আদায় প্রসঙ্গ:** দাস অবস্থায় হজ করার পর যদি সে স্বাধীন হয় এবং ধনী হয়, তবে হানাফী মতে তাকে আবার ফরজ হজ আদায় করতে হবে। আগেরটি নফল হিসেবে গণ্য হবে।

৩. নারীর হজের বিধান (أحكام حج المرأة)

নারীর হজ পুরুষের মতোই ফরজ, তবে পালনের পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য ও শর্ত রয়েছে:

- **মাহরাম থাকা শর্ত:** হানাফী মাযহাব মতে, নারীর জন্য হজ ফরজ হওয়ার এবং আদায় করার জন্য সফরসঙ্গী হিসেবে স্বামী অথবা কোনো মাহরাম পুরুষ (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) থাকা অপরিহার্য শর্ত।
    - **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)** - "কোনো নারী মাহরাম ছাড়া তিন দিনের পথ সফর করবে না।"
    - যদি টাকা থাকে কিন্তু মাহরাম না থাকে, তবে তার ওপর হজে যাওয়া ওয়াজিব নয়।
- **ইদ্দত পালন:** তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারী ইদ্দতকালীন সময়ে হজে যেতে পারবে না।
- **ইহরাম ও হজের কাজে পার্থক্য:**
    - নারীরা সেলাই করা স্বাভাবিক কাপড় পরবে।
    - ইহরাম অবস্থায় মুখ ঢাকবে না, আবার পরপুরুষকে চেহারাও দেখাবে না (ওড়না বা ক্যাপ দিয়ে আড়াল করবে)।
    - উচ্চস্বরে 'তালবিয়া' পাঠ করবে না।
    - তাওয়াফের সময় 'রমল' (দ্রুত হাঁটা) করবে না।
    - সাঈর সময় দুই সবুজ বাতির মাঝে দৌড়াবে না।
    - ইহরাম খোলার সময় মাথা মুণ্ডাবে না, বরং চুলের আগা থেকে এক কর পরিমাণ কাটবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, হজের বিধান পালনে ইসলাম অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। 'আল-হিদায়া'র বিশ্লেষণ অনুযায়ী, শিশু ও দাসের ওপর থেকে হজের বোঝা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের অক্ষমতার কারণে। আর নারীর নিরাপত্তা ও সম্মানের স্বার্থেই মাহরামের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আমল ও সওয়াবের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের হজের মর্যাদা সমান।

٩ .ما معنى الهدي؟ اذكر أحكام الهدي وأنواعه وشروطه وسننه.
(হাদীর অর্থ কী? হাদীর বিধান, প্রকারভেদ, শর্ত ও সুন্নতসমূহ উল্লেখ কর।)

প্রশ্ন-৯: হাদীর অর্থ কী? হাদীর বিধান, প্রকারভেদ, শর্ত ও সুন্নতসমূহ উল্লেখ কর।

ভূমিকা:

হজ ও উমরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো 'হাদী' বা পশু কুরবানি করা। এটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহ (শায়াইরুল্লাহ)-এর অন্তর্ভুক্ত। হাজিরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হারামের সীমানায় যে পশু উৎসর্গ করেন, তাকেই হাদী বলা হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'বাবুল হাদী' (হাদী পরিচ্ছেদ)-এ এর বিস্তারিত আহকাম ও মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অংশ: হাদীর পরিচয় (معنى الهدي)

১. আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'হাদী' (الْهَدْيُ) শব্দটি 'হাদিয়া' (উপহার) থেকে নির্গত। এর অর্থ—উপহার, উপঢৌকন বা তোহফা। যেহেতু এই পশুটি আল্লাহর দরবারে উপহার হিসেবে পেশ করা হয়, তাই একে হাদী বলা হয়।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরিয়তের পরিভাষায় বা 'আল-হিদায়া'র ভাষ্যমতে:

আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে পশুকে (উট, গরু বা ছাগল) হারামের সীমানায় প্রেরণ করা হয় বা জবাই করা হয়, তাকে হাদী বলা হয়।

- আরবি সংজ্ঞা: (هُوَ اسْمٌ لِمَا يُهْدَى إِلَى الْحَرَمِ مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى)

অর্থ: "আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য চতুষ্পদ জন্তু থেকে যা হারামের দিকে উপহার হিসেবে পাঠানো হয়, তার নাম হাদী।"

দ্বিতীয় অংশ: হাদীর বিধান ও প্রকারভেদ (أحكام الهدي وأنواعه)

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার হাদীকে তার হুকুম বা বিধানের ভিত্তিতে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন: ১. ওয়াজিব ও ২. নফল। তবে কারণের ভিত্তিতে একে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়:

১. হাদীয়ে তামাত্তু ও কিরান (ওয়াজিব):

যারা হজ্জে তামাত্তু বা হজ্জে কিরান আদায় করেন, তাদের ওপর শুকরিয়া স্বরূপ একটি হাদী জবাই করা ওয়াজিব।

- **বিধান:** এর গোশত মালিক নিজে খেতে পারবে এবং অন্যকে খাওয়াতে পারবে।

২. হাদীয়ে জিনায়েত বা কাফফারা (ওয়াজিব):

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে (যেমন—সুগন্ধি লাগানো, সেলাই করা কাপড় পরা বা শিকার করা) অথবা হজের কোনো ওয়াজিব তরক করলে জরিমানা হিসেবে যে পশু জবাই করা হয়।

- **বিধান:** এটি 'দম' বা রক্তপণ। এর গোশত মালিক নিজে খেতে পারবে না; পুরোটাই গরিবদের সদকা করতে হবে।

৩. হাদীয়ে ইহসার (ওয়াজিব):

হজের নিয়ত করার পর যদি কেউ পথিমধ্যে শত্রু বা অসুস্থতার কারণে আটকে যায় (ইহসার), তবে তাকে ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য হারামের সীমানায় একটি পশু জবাই করতে হয়।

- **বিধান:** এটিও ওয়াজিব।

৪. হাদীয়ে নফল বা তাতাউ (মুস্তাহাব):

যে ব্যক্তি হজ্জে ইফরাদ (শুধু হজ) করছে অথবা শুধু উমারা করছে, তার জন্য হাদী জবাই করা জরুরি নয়। কিন্তু সে যদি সওয়াবের আশায় পশু জবাই করে, তবে তাকে হাদীয়ে তাতাউ বা নফল হাদী বলা হয়।

- **বিধান:** এর গোশত খাওয়া নিজের জন্য জায়েজ।

৫. মানতের হাদী (ওয়াজিব):

যদি কেউ হারামে পশু জবাই করার মানত করে, তবে তা আদায় করা ওয়াজিব।

তৃতীয় অংশ: হাদীর শর্তাবলি (شروط الهدي)

হাদী সহীহ হওয়ার জন্য পশুর বয়স, ধরণ, স্থান ও সময় সংক্রান্ত কিছু শর্ত রয়েছে:

১. পশুর শ্রেণি (জিমনুল আনআম):

হাদী অবশ্যই উট, গরু (মহিষসহ) অথবা ছাগল (ভেড়া/দুম্বাসহ) হতে হবে। হরিণ বা বন্যগাধা হাদী হিসেবে গণ্য হবে না।

২. বয়স (The Age):

- **উট:** পূর্ণ ৫ বছর।
- **গরু/মহিষ:** পূর্ণ ২ বছর।
- **ছাগল/ভেড়া:** পূর্ণ ১ বছর। (তবে ৬ মাসের হৃষ্টপুষ্ট দুম্বা যা দেখতে ১ বছরের মতো মনে হয়, তা জায়েজ)।

৩. দোষমুক্ত হওয়া (নিখুঁত):

সাধারণ কুরবানির পশুর মতো হাদীর পশুও অন্ধত্ব, খোড়া, কানকাটা বা রুগ্নতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

- **হিদায়ার নীতি: (لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا)** - "কুরবানিতে যা জায়েজ, হাদীতেও তা-ই জায়েজ; কুরবানিতে যা নাজায়েজ, হাদীতেও তা নাজায়েজ।"

৪. স্থান (হারামের সীমানা):

সব ধরণের হাদী (ওয়াজিব বা নফল) অবশ্যই 'হারাম'-এর সীমানার ভেতর জবাই করতে হবে। হারামের বাইরে (যেমন—আরাফাতে বা জিদ্দায়) জবাই করলে হাদী আদায় হবে না।

- **শ্রেষ্ঠ স্থান:** হজের হাদী 'মিনা'য় জবাই করা উত্তম এবং উমরার হাদী 'মক্কা'য় জবাই করা উত্তম।

৫. সময় (আঁইয়ামুন নাহর):

- **কিরান ও তামাত্তুর হাদী:** ১০ জিলহজ্জ থেকে ১২ জিলহজ্জের মধ্যে জবাই করা ওয়াজিব। এর আগে বা পরে করলে হবে না।

- **নফল ও কাফফারার হাদী:** বছরের যেকোনো দিন জবাই করা যায়। তবে হারামের সীমানা শর্ত।

চতুর্থ অংশ: হাদীর সুন্নত ও আদবসমূহ (سنن الهدي)

হাদী পালন ও জবাই করার ক্ষেত্রে কিছু সুন্নত ও মুস্তাহাব আমল রয়েছে:

১. হৃষ্টপুষ্ট পশু নির্বাচন:

হাদীর জন্য মোটাতাজা ও উত্তম পশু নির্বাচন করা সুন্নাত। কারণ এটি আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ বলেন: "যে আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান করে, তা তার হৃদয়ের তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ।"

২. নিজ হাতে জবাই করা:

সম্ভব হলে নিজের হাদী নিজে জবাই করা সুন্নাত। না পারলে অন্যের দ্বারা জবাই করানো এবং সামনে দাঁড়িয়ে থাকা।

৩. কিলাদাহ বা মালা পরানো:

হাদীর পশুর গলায় জুতার টুকরা বা ফিতা দিয়ে মালা পরানো সুন্নাত। যাতে মানুষ বুঝতে পারে এটি আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত পশু।

৪. ইশ'আর বা চিহ্নিত করা (Hanafi View):

পশুর কুঁজে সামান্য চিরে রক্ত বের করে চিহ্নিত করাকে 'ইশ'আর' বলে।

- **হিদায়ার মত:** ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে ইশ'আর করা মাকরূহ (কারণ এতে পশুর কষ্ট হয়)। তবে সাহাবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মতে এটি সুন্নাত। ফতোয়া সাহাবাইনের মতের ওপর, তবে অত্যধিক জখম করা যাবে না।

৫. পশুর পিঠে আরোহণ না করা:

হাদীর পশুর পিঠে চড়া বা তার দুধ পান করা মাকরূহ। তবে একান্ত বাধ্য হলে (বাহন না থাকলে) চড়া জায়েজ আছে যতক্ষণ না তা পশুর কষ্টের কারণ হয়।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, 'হাদী' আল্লাহর রাহে ত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর ত্যাগের স্মৃতিবিজড়িত এই আমল হাজিদের মনে আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা সৃষ্টি করে। 'আল-হিদায়া'র আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ওয়াজিব হাদীর গোশত খাওয়া বা বিলানোর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধান রয়েছে, যা মেনে চলা প্রত্যেক হাজীর কর্তব্য।

١٠ .تحدث عن أحكام الحلق والتقصير مع بيان وقتهما وكيفية أدائهما وما يجب على تاركهما.

(হালক ও কাসর সম্পর্কে আলোচনা কর; এর সময়, পদ্ধতি এবং তা ছেড়ে দিলে কী ওয়াজিব হয় তা বর্ণনা কর।)

প্রশ্ন-১০: হালক ও কাসর সম্পর্কে আলোচনা কর; এর সময়, পদ্ধতি এবং তা ছেড়ে দিলে কী ওয়াজিব হয় তা বর্ণনা কর।

ভূমিকা:
হজ ও উমরার ইহরাম থেকে হালাল বা মুক্ত হওয়ার চূড়ান্ত মাধ্যম হলো মাথার চুল ফেলার আমলটি। ইহরাম অবস্থায় চুল কাটা নিষিদ্ধ থাকলেও হজ বা উমরার কাজ শেষে চুল কাটাই হলো হালাল হওয়ার চাবিকাঠি। শরিয়তের পরিভাষায় একে 'হালক' (মুণ্ডানো) বা 'কাসর' (ছোট করা) বলা হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'বাবুল জিনায়াত' ও 'কিতাবুল হজ'-এর শেষাংশে এর বিধান বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অংশ: হালক ও কাসর-এর পরিচয় ও হুকুম

১. সংজ্ঞা:

- **হালক (الحلق):** পুরো মাথার চুল ক্ষুর বা ব্লেড দিয়ে চেঁছে ফেলা বা মুণ্ডানো।
- **কাসর (التقصير):** মাথার চুল কাঁচি বা মেশিন দিয়ে ছেঁটে ছোট করা।

২. শরয়ী হুকুম (The Ruling):

হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে, ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য হালক বা কাসর করা ওয়াজিব। এটি রুকন বা ফরজ নয়, আবার সাধারণ সুন্নতও নয়।

- **পুরুষের জন্য:** হালক করা উত্তম (আফজাল), তবে কাসর করাও জায়েজ।
  - **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) তিনবার দোয়া করেছেন: **(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ)** - "হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডিয়েছে তাদের ক্ষমা করুন।" চতুর্থবারে তিনি কাসরকারীদের (চুল ছোটকারীদের) জন্য দোয়া করেছেন।
- **নারীদের জন্য:** হালক করা হারাম বা নিষিদ্ধ। তাদের জন্য কেবল **কাসর করা ওয়াজিব**।

দ্বিতীয় অংশ: হালক ও কাসর-এর সময় ও স্থান (الزمان والمكان)

হানাফী ফিকহে এই আমলটির জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় জরিমানা দিতে হয়।

১. সময় (Time):

- **হজের ক্ষেত্রে:** ১০ জিলহজ্জ (ইয়াওমুন নহর) পাথর নিক্ষেপ ও কুরবানি (কিরান ও তামাত্তুকারীর জন্য) করার পর। আইয়ামে নাহর বা কুরবানির দিনগুলোর (১০, ১১ ও ১২ জিলহজ্জ) মধ্যেই এটি করতে হবে।
- **উমরার ক্ষেত্রে:** সাফা-মারওয়া সাঈ শেষ করার পরপরই।

২. স্থান (Place):

- হজের হালক বা কাসর অবশ্যই **হারামের সীমানার ভেতরে** (মিনায় বা মক্কায়) হতে হবে। হারামের বাইরে (যেমন—আরাফাতে বা জিদ্দায়) করলে হবে না।
- **হিদায়ার যুক্তি:** হজের অন্যান্য আমল (তাওয়াফ, সাঈ, পাথর মারা) যেমন নির্দিষ্ট স্থানের সাথে যুক্ত, চুল কাটাও তেমনি হারামের সাথে যুক্ত ইবাদত।

তৃতীয় অংশ: আদায়ের পদ্ধতি ও পরিমাণ (الكيفية والمقدار)

১. কতটুকু কাটতে হবে?

- **হিদায়ার মাসআলা:** পুরো মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা সুন্নাত। তবে ওয়াজিব আদায়ের জন্য মাথার **এক-চতুর্থাংশ (চার ভাগের এক ভাগ)** চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা শর্ত। এর কম করলে হালাল হবে না। (অন্যান্য মাযহাবে ৩টি চুল কাটলেও চলে, কিন্তু হানাফী মতে ১/৪ ভাগ জরুরি)।

২. কাসর বা ছোট করার পরিমাণ:

চুল ছোট করার ক্ষেত্রে প্রতিটি চুলের অন্তত এক কর পরিমাণ (Anmulah) বা আঙুলের এক গিঁট পরিমাণ (প্রায় ১ ইঞ্চি) কাটতে হবে।

৩. ন্যাড়া ব্যক্তির বিধান:

যার মাথায় প্রাকৃতিকভাবেই চুল নেই (টাক), তার জন্য ওয়াজিব হলো—মাথার ওপর দিয়ে ক্ষুর বা ব্লেড বুলিয়ে নেওয়া। এটি আমলের সাদৃশ্য।

চতুর্থ অংশ: পরিত্যাগ বা ত্রুটির দণ্ড (ما يجب على تاركهما)

'আল-হিদায়া' মতে, হালক বা কাসর সংক্রান্ত ভুল করলে 'দম' (পশু জবাই) ওয়াজিব হয়। ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১. স্থান লঙ্ঘনের কারণে দম:

যদি কেউ হারামের সীমানার বাইরে গিয়ে (যেমন—দেশ বা অন্য শহরে গিয়ে) হালক বা কাসর করে।

- **হুকুম:** ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে, তার ইহরাম খুলে যাবে ঠিকই, কিন্তু ওয়াজিব তরক করার কারণে তার ওপর **'দম' ওয়াজিব** হবে। (ইমাম শাফেঈ র.-এর মতে স্থান শর্ত নয়, তাই দম লাগবে না)।

২. সময় লঙ্ঘনের কারণে দম:

যদি কেউ ১০, ১১ বা ১২ জিলহজ্জের মধ্যে চুল না কেটে পরে (১৩ তারিখ বা তার পরে) কাটে।

- **হুকুম:** ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে, বিলম্বে করার কারণে **'দম' ওয়াজিব** হবে।

৩. ধারাবাহিকতা ভঙ্গের কারণে দম:

হজ্জে কিরান বা তামাত্তুকারী ব্যক্তির জন্য ধারাবাহিকতা (তরতিব) রক্ষা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ: ১. পাথর মারা, ২. কুরবানি করা, ৩. চুল কাটা।

- **হুকুম:** যদি কেউ কুরবানি করার আগেই চুল কেটে ফেলে, তবে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে তার ওপর **'দম' ওয়াজিব** হবে।

উপসংহার:
পরিশেষে বলা যায়, হালক ও কাসর কেবল চুল কাটার নাম নয়, বরং এটি আল্লাহর সামনে নিজের সৌন্দর্য ও অহংকার বিলিয়ে দেওয়ার প্রতীক। 'আল-হিদায়া'র বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই ওয়াজিব আমলটি সঠিক সময়ে ও সঠিক স্থানে আদায় করা অপরিহার্য, অন্যথায় কাফফারা দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

١١ .بين الحكمة من فرضية الحج وآثاره الإيمانية والاجتماعية.

(হজ ফরজ হওয়ার হিকমত এবং এর ঈমানি ও সামাজিক প্রভাব বর্ণনা কর।)

প্রশ্ন-১১: হজ ফরজ হওয়ার হিকমত এবং এর ঈমানি ও সামাজিক প্রভাব বর্ণনা কর।

ভূমিকা:

হজ ইসলামের পঞ্চম রুকন। এটি এমন এক অনন্য ইবাদত যা একই সাথে 'শারীরিক' (বদনি) ও 'আর্থিক' (মালি) ইবাদতের সমষ্টি। নামাজে শুধু শরীর লাগে, জাকাতে শুধু অর্থ লাগে; কিন্তু হজে শরীর ও অর্থ উভয়টিই আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার এবং ফকিহগণ হজের বিধানাবলীর মধ্যে মহান আল্লাহর গভীর প্রজ্ঞা বা হিকমত খুঁজে পেয়েছেন, যা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

প্রথম অংশ: হজ ফরজ হওয়ার হিকমত (الحكمة من مشروعية الحج)

আল্লাহ তাআলা কেন সামর্থ্যবান বান্দার ওপর জীবনে একবার বাইতুল্লাহর সফর ফরজ করলেন? এর পেছনে নিহিত হিকমতগুলো নিম্নরূপ:

১. দাসত্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা (কামালুল উবুদিয়্যাহ):

হজের মাধ্যমে বান্দার দাসত্ব ও আনুগত্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়।

- **হিদায়ার দর্শন:** সাধারণত মানুষ নিজের পছন্দমতো পোশাক পরে ও জীবনযাপন করে। কিন্তু হজে বান্দা তার জৌলুসপূর্ণ পোশাক ছেড়ে কাফনের ন্যায় সাধারণ সেলাইবিহীন কাপড় (ইহরাম) পরে, ধূলিমলিন হয়ে, পাগলের মতো 'লাব্বাইক' বলতে বলতে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়। এটি আল্লাহর সামনে নিজের আমিত্বকে বিসর্জন দেওয়ার সর্বোচ্চ স্তর।

২. আখেরাতের মহড়া:

হজের দৃশ্য মানুষকে কিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

- মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা মৃত্যুর পর কাফন পরার কথা মনে করিয়ে দেয়।
- আরাফাতের বিশাল ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থান হাশরের ময়দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে সবাই আল্লাহর রহমতের ভিখারি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

৩. ইব্রাহিমী স্মৃতির সংরক্ষণ:

হজ হলো তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী হযরত ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর পরিবারের ত্যাগের জীবন্ত স্মৃতিচারণ। সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানো, পাথর মারা, কুরবানি করা—সবই সেই মহান ত্যাগের ইতিহাসকে হৃদয়ে ধারণ করার জন্য।

৪. ভালোবাসার পরীক্ষা:

মানুষ নিজের ঘর-বাড়ি ও অর্থ-সম্পদকে ভালোবাসে। হজের নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ দেখতে চান—বান্দা কি তার ঘর ও সম্পদকে বেশি ভালোবাসে, নাকি আল্লাহর ঘর ও আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বেশি ভালোবাসে?

দ্বিতীয় অংশ: হজের ঈমানি বা আধ্যাত্মিক প্রভাব (الآثار الإيمانية)

হজ একজন মুমিনের অন্তরে গভীর আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনে:

১. পাপমুক্তি ও নবজন্ম:

হজের সবচেয়ে বড় ঈমানি প্রভাব হলো পাপমোচন।

- দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)

অর্থ: "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ করল এবং অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত থাকল, সে এমনভাবে ফিরে এল যেন আজই তার মা তাকে প্রসব করেছেন (নিষ্পাপ শিশু)।" (বুখারী)।

২. তাকওয়া বৃদ্ধি:

হজের সফরে বান্দাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় এবং অনেক হালাল কাজ থেকেও বিরত থাকতে হয়। এই সংযম তার মধ্যে আল্লাহভীতি বা তাকওয়া সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন: "হজের পাথেয় সংগ্রহ কর, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া।"

৩. ঈমানি জজবা ও উদ্দীপনা:

কাবা ঘর, মাকামে ইবরাহিম, মদিনার রওজা মোবারক—এসব চাক্ষুষ দেখার পর মুমিনের ঈমান বহুগুণ বেড়ে যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা সুদৃঢ় হয়।

৪. তাওবার সুযোগ:

আরাফাতের ময়দান হলো মাগফিরাত বা ক্ষমার স্থান। সেখানে বান্দা কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, যা তার রুহানি জিন্দেগিকে পরিশুদ্ধ করে।

তৃতীয় অংশ: হজের সামাজিক ও বিশ্বজনীন প্রভাব (الآثار الاجتماعية)

হজ কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, এটি মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক। এর সামাজিক প্রভাব অপরিসীম:

১. বিশ্ব মুসলিম ঐক্য (Muslim Unity):

হজ হলো বিশ্বের বৃহত্তম বার্ষিক সম্মেলন। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে নানা বর্ণের ও নানা ভাষার মানুষ এক কেন্দ্রে সমবেত হয়। এটি প্রমাণ করে যে, ভৌগোলিক সীমারেখা থাকলেও মুসলিম উম্মাহ এক দেহ ও এক প্রাণ।

২. সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ (Equality):

হজের ইহরাম রাজার মুকুট আর ভিখারির ঝুলি—উভয়কে এক করে দেয়।

- সেখানে কোনো ভিআইপি মর্যাদা নেই। ধনী-গরিব, সাদা-কালো সবাই একই পোশাক পরে, একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে, একই সাথে তাওয়াফ করে। হজের এই দৃশ্য সমাজ থেকে বর্ণবাদ ও শ্রেণিবৈষম্য দূর করার শিক্ষা দেয়।

৩. পরিচিতি ও ভাববিনিময়:

হজের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও ভাববিনিময় হয়। তারা একে অপরের সুখ-দুঃখের কথা জানতে পারে এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে পরামর্শ করতে পারে।

- কুরআনে বলা হয়েছে: **(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ)** - "যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে।"

৪. অর্থনৈতিক কল্যাণ:

হজের মওসুমে বিশাল বাণিজ্য ও লেনদেন হয়। এতে মক্কার স্থানীয় মানুষদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হয়। বিশ্ব অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে হজের ভূমিকা রয়েছে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, হজ ইসলামি শরিয়তের এক অলৌকিক বিধান। 'আল-হিদায়া' ও ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, হজ মানুষকে শুধু আখেরাতমুখীই করে না, বরং দুনিয়ার জীবনেও এক সুশৃঙ্খল, সাম্যবাদী ও ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রশিক্ষণ দেয়। হাজি সাহেব যদি হজের এই শিক্ষা বাকি জীবনে ধরে রাখতে পারেন, তবেই তার হজ 'হজ্জে মাবরুর' বা কবুল হজ হিসেবে গণ্য হবে।